সপ্তর্ষিমন্ডল

গভীর রাত। আমি ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে। লোকাল ট্রেন কেন হঠাৎ এত বীভৎস জোরে ছুটছে আমি জানি না। কিন্তু ছুটছে। আমিও দেখছি, অন্ধকার রেললাইনের পাশে মাঝে মাঝে রেলের জানলা দিয়ে টিউব লাইটের আলো এসে উল্টোদিকে ছুটে চলা কচুগাছ গুলোকে আলোকিত করছে। আমি ছুটছি একদিকে, কচুগাছগুলো উল্টোদিকে। উল্টোদিকেও তবে একটা পথ আছে, যেটাতেও এত গতি থাকতে পারে। ভাবতে ভাবতে তাকালাম আকাশের দিকে। কতদিন...কতদিন পর আজ আকাশে সপ্তর্ষিমন্ডল। মনে পড়ল, অনেক ছোটবেলায় রাতে, বাবা আমায় তারা চেনাতো। অন্ধকার ছাদে আমার কাঁধে হাত রেখে বলতো ওই দেখ অরুন্ধতী.....। আজ ফাঁকা ট্রেনের দরজা থেকে সেই সপ্তর্ষিমন্ডল.....তাকিয়ে রইলাম খানিক। কিন্তু আমি তো ছুটছি, হিসেবমতো সপ্তর্ষিমন্ডলটারও উল্টোদিকে ছোটার কথা। না। কিছুতেই ছুটছে না। থেমে আছে। আমি অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম, একটুও নড়ছে কি না। না। থেমে আছে। কী আশ্চর্য ! আমি তো ছুটেই চলেছি। সপ্তর্ষি থেমেই আছে।

একসময় আশা ছেড়ে দিয়ে সিটে এসে শুলাম। তারপর রাত ১ টার সময় যখন সাইকেল নিয়ে ফাঁকা রাস্তায় একা একা বাড়ি ফিরছি, তখন হঠাৎ মনে হল কচুগাছগুলোতো ছোটেনি। না। না না। না। কচুগাছগুলো থেমেই ছিল। আমি ট্রেনে করে ছুটছিলাম, তাই মনে হচ্ছিল ওরা উল্টোদিকে ছুটছে.....জোরে.....। তারমানে উল্টোদিকে তো কেউ ছোটে না। কোনো পথ নেই উল্টোদিকে....এটা বুঝতে পেরে হলুদ ভেপারের নীচে একা সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ দমবন্ধ লাগছিলো...দূর থেকে কয়েকটা কুকুর কানখাড়া করে শুনছিল আমার নি:শ্বাস। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সপ্তর্ষিমন্ডলটা উল্টে গেছে। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে যেভাবে দেখেছিলাম সাতটা তারাকে, সেই সাতটা তারা ওইরকম নেই। ঘুরে গেছে। ...মাথা ঝিমঝিম করছিলো। পাগলের মতো বুঝতে চাইছিলাম কখন ঘুরলো তারাগুলো ? আমি তো ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছি, আমি যতই ছুটি, তারাগুলো থেমেই আছে। তবে কী করে ? ঘুরলো কীভাবে ? কখন ? কখন ? কখন ?

চোখ বুজে এলো। জল গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। এতটা হেরে গেলাম ! চোখ খুললাম। আকাশে তাকিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ জুড়ে সপ্তর্ষিমন্ডল। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সমস্ত আকাশ জুড়ে ঝুলে রয়েছে জিজ্ঞাসা। অগুনতি...আমি গুনতে পারছি না.....লক্ষকোটি সপ্তর্ষিমন্ডলের নীচে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছিলাম এক আকাশ হেরে যাওয়ার মানে।

জেদ চাপলো। চোখ মুছলাম। সাইকেল ঘুরিয়ে রাত ২ টোর সময় ফাঁকা স্টেশনে পৌঁছলাম। গ্যারেজের লোকটা নীল মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলো। জাগালাম না। ওর বিছানার পাশে আমার সাইকেল টা রেখে হাঁটতে শুরু করলাম। স্টেশন ছাড়িয়ে, আমবাগান ছাড়িয়ে, রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে সেই জায়গাটায় গেলাম। গিয়ে দেখি কচুবনের পাশে বেশ খানিকটা রাস্তা কিন্তু রয়েছে। যেটা বুনো ঘাসপাতা দিয়ে ঢাকা। চলন্ত ট্রেনে আমি এই রাস্তাটাকে দেখতে পাইনি। সেই রাস্তা দিয়ে বেশ উল্টোদিকে হাঁটা যায়। চলন্ত ট্রেনের উল্টোদিকে। হয়তো খুব স্বচ্ছন্দে নয়। অন্ধকার, পোকামাকড়, কাঁটাগাছ পেরিয়ে যেতে হবে। তবু রাস্তা আছে। যদিও রাস্তাটা সরু। পাশাপাশি অনেকে মিলে হাঁটা যায় না। কিন্তু যদি হাঁটার থাকে, তবে একের পেছনে আরেকজন, তার পেছনে আরেকজন, এইভাবে লক্ষকোটি মানুষ হাঁটতে পারে।

হাঁটছি। আমার আবার খুব ভালো লাগছে। রিনরিনে রাতের হাওয়া কেমন যেন হাত বোলাচ্ছে মাথায়। কী মনে হল, হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আকাশে একটাই সপ্তর্ষিমন্ডল। সেটা একরকমই আছে। ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে যেমন দেখেছিলাম, ঠিক তেমনই। পাল্টায় নি।